মহান আল্লাহর নামে

যিনি পরম করুণাময় ও মহান দয়ালু

লিডারশিপ লেসন্‌স

ফ্রম দ্য লাইফ অব রাসূলুল্লাহ ﷺ

ভাষান্তর	নাজমুল হাসান
সম্পাদনা	আবু তাসমিয়া আহমদ রফিক
সহযোগী সম্পাদনা	ওমর আলী আশরাফ
বানান	নূর মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ
পৃষ্ঠাসজ্জা	আহমদ ইমতিয়াজ আল আরাব
প্রচ্ছদ	সিয়ান গ্রাফিক্স টিম

"সবার ওপরে এবং সবার আগে, আমি এই বিশ্বজাহানের মহান স্রষ্টা ও প্রতিপালক আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি, আমার মতো অধমকে এই বই লেখার তাওফিক দান করার জন্য। আমি আমার ব্যক্তিগত দুর্বলতা, সীমাবদ্ধতা ও ভুলত্রুটির জন্য তাঁর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করছি। তাঁরই কাছে আকুল আকুতি করছি, যেন তিনি কাজটি কেবলই তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কবুল করে নেন।

সূচিপত্র

অবতরণিকা ৯
শুরুর কথা ১১
অসাধারণ হওয়ার উপায় ১৫
অসাধারণ বিশ্বাস কী? ১৯
এক্সট্রা অর্ডিনারি লক্ষ্য ৪১
এক্সট্রা অর্ডিনারি সংকল্প ৪৫
এক্সট্রা অর্ডিনারি দল ৪৯
এক্সট্রা অর্ডিনারি গুণাবলি ৬১
আল্লাহ ও তাঁর বাণীতে পূর্ণ আস্থা ৮১
আপসহীনতা ৯৭
নিজেকেও সারিতে রাখা ১০১
কথা ও কাজের মিল ১১৯
ঝুঁকি গ্রহণ ১২১
বৃহৎ উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ ১২৭
মহানুভবতা ও ক্ষমাপরায়ণতা ১৪১
ব্যক্তি-পরিচালনা থেকে প্রক্রিয়া-পরিচালনায় স্থানান্তর ১৪৭
চুক্তি ১৫৭
উত্তরাধিকার পরিকল্পনা ও নেতৃত্ব তৈরি ১৬৯
শেষ কথা ১৭৩
লেখক পরিচিতি ১৮১

শুরুর কথা

If greatness of purpose, smallness of means and astounding results are the three criteria of human genius then who could dare to compare any great man in history with Muhammad?
Lamartine, French historian and educator.

২০০৮ সালে হাজ্জের তিন দিন পরের ঘটনা। সৌদি আরবের হাজ্জ মন্ত্রণালয় আয়োজিত বার্ষিক হাজ্জ কনফারেন্সে আমাকে দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। কনফারেন্স এবং হাজ্জের শেষে আমি এবং আমার স্ত্রী মাক্কা থেকে মাদীনা ঘুরেছি। মাদীনাতুর রাসূল, রাসূলুল্লাহর শহর। যখন তিনি এখানে থাকার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেন, তিনি এর নাম দিয়েছিলেন মুনাওয়ারাহ বা আলোকিত। খুবই অন্যরকম একটি স্থান, যা আপনার মন কখনো ছেড়ে যেতে চাইবে না। আমি খুব অবাক হয়ে ভাবি, তিনি যখন জীবিত ছিলেন এবং এখানে ছিলেন, তখন কেমন ছিল এখানকার পরিবেশ-প্রতিবেশ। এমনকি এখনো, যখন তিনি কবরে শায়িত, তাঁর মহিমা ও উপস্থিতি যেন মিশে আছে এই শহর জুড়ে, মিশে আছে এর প্রতিটি ধূলিকণায়। প্রতিটি অলিগলিতে যেন তাঁর কদম মুবারকের ছাপ অঙ্কিত। সবকিছু মিলে এই শহর ও তার লোকদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য দান করেছে। আমি যত শহরে ঘুরেছি, যেসব থেকে এই শহরকে তা স্বতন্ত্র করে তুলেছে। একজন মুসলমানের জন্য মাদীনায় আসা মানে নিজের ঘরে আসা। এমন ঘর যা তার জন্মস্থানের চেয়েও প্রিয়। এ ঘরেই সে মৃত্যুবরণ করতে চায়, এখানকার মাটিতেই শায়িত হতে চায়। কোনো মুসলমানের কাছে মাদীনা নিছক সৌদি আরব নয়। এটা ইসলাম, এটা তার হৃদয় এবং এমন একটি জায়গা, যেখানে যেতে সে ব্যাকুল, যেখানে প্রিয়নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর বাড়ি। মাদীনার জন্য এই আকুলতা নিয়ে কত কবি যে কবিতা লিখেছে, তার ইয়ত্তা নেই!

ভোর থেকেই তাঁকে ভালোবেসে, তাঁর কবর জিয়ারত করতে লাখ লাখ লোকের উপস্থিতি শুরু হয়। আমি তার অনেক আগেই তাহাজ্জুদে দাঁড়িয়ে তাঁর প্রতি সালাম পৌঁছালাম। কেমন ছিল সেসময়, যখন লোকেরা তাঁর কাছে আসত, তিনি সশরীরে উপস্থিত থেকে তাদের সালামের জবাব দিতেন এবং স্নিগ্ধ হাসি উপহার দিতেন, যে হাসিটুকু ছিল তাদের কাছে জীবনের চেয়েও বেশি দামি। যারা তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়েছে, যার ওপর কুরআন নাযিল হয়েছে, তাঁর মুখ থেকেই কুরআন শুনেছে তারা কতই না ভাগ্যবান!

১৪৩৫ বছর পরে, বর্তমান সময়ে আমরাও—যারা তাঁকে দেখিনি এবং তাঁর সুমধুর কণ্ঠস্বরও শুনতে পাইনি—তাঁকে অন্য যে কেউ বা যে কোনোকিছুর তুলনায় অনেক বেশি ভালোবাসি। আমি যখন আল্লাহর কাছে তাঁর প্রতি রাহমাত বর্ষণের জন্য এবং আমাদের ইসলামের দিকে পথ দেখানোর জন্য তাঁকে সর্বোচ্চ পুরস্কার দেওয়ার দু'আ করছিলাম, আমার দুচোখ ভেসে যাচ্ছিল। আমাদের কাছে মাদীনা হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ। আরবরা একে বলে মাদীনাতুর্ রাসূল বা রাসূলের শহর। এখানে যারা বসবাস করে, তারা অনেক গর্বিত। অন্য অনেক জায়গার চেয়ে অনেক কম আয় করার পরও বহু লোক এই শহরকে বসবাসের জন্য বেছে নিয়েছে; শুধু এ কারণে যে তারা মাদীনা ছেড়ে যেতে চান না। তিনি যে আলো জ্বালিয়েছিলেন, বহু বছর, প্রজন্ম, শতাব্দী ধরে তা আজও জ্বলছে, পৃথিবীর আনাচেকানাচে সে আলো ছড়িয়ে পড়েছে।

আমি রাসূলুল্লাহর পাঁচটি অসাধারণ গুণ উল্লেখ করব, যা তিনি তাঁর জীবনে ধারণ করেছেন। একই সঙ্গে তিনি তাঁর অনুসারীদের মধ্যে সেগুলো সফলভাবে বদ্ধমূল করে দিয়েছেন। আর এর মধ্য দিয়ে তা তাদেরকে এমন একটি সুসমন্বিত দলে পরিণত করেছিল, যা পৃথিবী আগে কখনো দেখেনি। অথচ তারা ছিলেন সম্পূর্ণ বিসদৃশ কিছু উপজাতি, যারা খুব তুচ্ছ কারণে নিজেদের মধ্যে মারাত্মক যুদ্ধবিগ্রহে জড়িয়ে পড়ার জন্য পরিচিত ছিলেন। তিনি তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন এবং তারা পৃথিবীর যেখানেই গিয়েছেন সর্বোৎকৃষ্ট আচরণ এবং পথপ্রদর্শকের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন।

এ গুণগুলো হলো:

১। বিশ্বাস

২। লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

৩। কোয়ালিটি

৪। টিমওয়ার্ক

৫। অঙ্গীকার

এই পাঁচটি বৈশিষ্ট্যই তাদেরকে এক্সট্রা অর্ডিনারি বা অসাধারণ করে তোলে।

কথা ও কাজের মিল

রাসূল ﷺ প্রতিবেশীর অধিকারের গুরুত্ব সম্পর্কে শুধু প্রচারই করেননি, কর্ম দিয়ে তিনি তাঁর প্রতিবেশীর কাছে সর্বোত্তম ছিলেন। নারীর অধিকার সম্পর্কে কথা বলেছেন। এমন একটি আইন প্রণয়ন করেছেন, যেখানে নারীদের যথোপযুক্ত অধিকার দেওয়া হয়েছে। এমনকি চৌদ্দশ বছর পরে বর্তমান সময়েও কোনো আইন ব্যবস্থায় এমন উন্নত বিধান নেই। তিনি সত্যবাদিতার মূল্য সম্পর্কে প্রচার করেছেন; নিরেট সত্যবাদিতার জন্য তাঁর শত্রু কুরাইশের কাফিররাও তাকে 'আস-সাদিক আল-আমিন' বা সত্যবাদী ও বিশ্বাসী নামে ডাকত। তিনি নিজের জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে ইসলামের বাস্তব নমুনা উপস্থাপন করেছেন। সঙ্গীদেরকেও নিজেদের জীবনে পালন করতে শিখিয়েছেন। এর ফলাফল হলো, ইসলাম গোটা পৃথিবিতে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রচার-প্রচারণার চেয়ে ব্যবহারিক জীবনে ইসলামের অনুশীলন মানুষকে অনেক বেশি প্রভাবিত করতে সক্ষম। রাসূল ﷺ তাঁর নিখুঁত উদাহরণ স্থাপন করেছেন।

> আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন: যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে (কল্যাণের) আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে। [সূরা আহযাব, ৩৩: ২১]

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম যুহরির একটি কথা মনে করিয়ে দিতে চাই। তিনি বলেছেন, মাক্কা বিজয়ের পর ইসলামের দ্রুত প্রসার ঘটার কারণ হলো, প্রথমবারের মতো অমুসলিমরা সাধারণ মুসলমানদের জীবনযাপন পদ্ধতি খুব কাছ থেকে দেখে সত্য ও সুন্দরকে অনুধাবন করতে পেরেছিল। এখানে মজার বিষয় হলো, ইমাম যুহরি ইসলামের উৎকর্ষতা বিষয়ে অন্যকে প্রভাবিত করার সবচেয়ে ভালো উপায় হিসেবে একজন সাধারণ মুসলমান ব্যক্তির জীবনযাপন পদ্ধতির উল্লেখ করেছেন। মানুষ তাদের চোখ দিয়ে শোনে। একটি জীবন পদ্ধতিতে তারা তখনই প্রভাবিত হয়, যখন তারা এর প্রবক্তাদেরকে সেই মতো জীবনযাপন করতে দেখে। যদি তারা দেখে যারা এই মত প্রচার করছে, তারা নিজেরাই তা পালন করছে না, তখন যত কথাই বলা হোক না কেন, মানুষ তাতে প্রভাবিত হয় না; বরং এই কথা-কাজের অমিল বার্তার সকল বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট করে দেয়। আল্লাহর রাসূল ﷺ এবং তাঁর সঙ্গীসাথিরা তা কখনোই হতে দেননি।

রাসূল ﷺ মানবাধিকার এবং সামাজিক দায়িত্ববোধ সম্পর্কে প্রচার করেছেন। মুসলমান হোক বা না হোক, প্রতিবেশীর অধিকারের প্রতি তিনি গুরুত্বারোপ করেছেন। একবার

রাসূল ﷺ সাহাবিদেরকে প্রশ্ন করলেন, তোমরা কি জানো প্রতিবেশীর হক কী? তারপর তিনি বললেন;

১. যখন সে সহযোগিতা চায় তখন সাহায্য করা।
২. তার প্রয়োজন হলে তাকে ঋণ দেওয়া।
৩. অভাবী হলে তাকে সহায়তা করা।
৪. অসুস্থ হলে দেখতে যাওয়া।
৫. মারা গেলে তার দাফনকাফন ও জানাযায় অংশগ্রহণ করা।
৬. তার সুসংবাদে অভিনন্দন জানানো।
৭. বিপদে তাকে সান্ত্বনা দেওয়া।
৮. প্রতিবেশীর অনুমতি ব্যতীত ঘরের দেওয়াল এত উঁচু না করা, যা তার ঘরের বায়ু চলাচলকে বাধাগ্রস্ত করে।
৯. ফল কিনলে কিছু উপহারস্বরূপ তাকে পাঠানো। তা সম্ভব না হলে লুকিয়ে ফল বাসায় নিয়ে যাওয়া, যেন সে দেখতে না পায়। বাচ্চাদেরকে খোলা জায়গায় ফল খেতে না দেওয়া, যেন প্রতিবেশীর বাচ্চারা দেখে কষ্ট না পায়।
১০. ঘরের ধোঁয়া যেন তার ঘরে গিয়ে বিরক্তির কারণ না হয়।

এসব হলো প্রতিবেশীর অধিকার। তারপর আল্লাহর রাসূল ﷺ ঘোষণা করেন—আল্লাহর কসম, আল্লাহ সহায় না হলে কেউ কখনো এই অধিকারগুলো বুঝতে পারবে না।

আরেক হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূল ﷺ শপথ করে বললেন—আল্লাহর কসম, সে ঈমানদার নয়, আল্লাহর কসম, সে ঈমানদার নয়, আল্লাহর কসম, সে ঈমানদার নয়। একজন জানতে চাইল, কে ঈমানদার নয়? রাসূল ﷺ বললেন, যে তার প্রতিবেশীর অনিষ্টের কারণ। আরেক হাদীসে বলা হয়েছে, এমন ব্যক্তি কখনোই জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

শিক্ষা

দিনশেষে বলার দরকার পড়ে না যে, একটি ছবি এক হাজার শব্দের চেয়ে এবং একটি পদক্ষেপ দশ লক্ষ শব্দের চেয়ে শক্তিশালী। এমন একটি বিশ্বের কথা ভাবুন, যারা এই মূল্যবোধগুলো পরিপালন করে। কেউ যদি চায় মানুষ তাকে অনুসরণ করুক, তাহলে সে যা বলে, তা নিজের জীবনে পালন করা উচিত। এটাই তার পরীক্ষা।

শেষ কথা

শাইখ ইয়াওয়ার বেইগের অসাধারণ প্রতিভাকে খুব কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য আমার দুবার হয়েছে। প্রথমবার, ইউকেতে লিডারশিপের ওপর একটি কোর্স করতে গিয়ে। আর দ্বিতীয়বার এই বই পড়তে গিয়ে। দুবারের এই অভিজ্ঞতা আমার ভেতরের কর্মস্পৃহা শতগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার শেকল থেকে আমাকে মুক্ত করেছে। কীভাবে নেতৃত্ব দিতে হবে, তা নিয়ে শাইখ ইয়াওয়ার বেশ খোলাখুলি ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা করেন। যার কারণে শাইখের আলোচনা পাঠকের ভেতরটা আলোকিত করে দেয়। তাকে নতুনভাবে ভাবতে শেখায়।

লিডারশিপ লেসনস্ ফ্রম দ্য লাইফ অব রাসূলুল্লাহ—এমন একটা বই যা আজ থেকে আরও পঁচিশ বছর আগে লেখা উচিত ছিল। কারণ, তখন পশ্চিমে মুসলিমদের মধ্য থেকে দাওয়াহ দেওয়ার জন্য বেশ কয়েকজন মানুষ অগ্রদূত হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছিলেন। এ বইটা একটু আলাদাভাবে রাসূল ﷺ—এর জীবনে দৃষ্টিপাত করেছে। এমন কিছু শিক্ষা তাঁর জীবন থেকে তুলে এনেছে, যা আমাদের নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তিদের ও দাঈ'দের আজীবন প্রেরণা জোগাবে। শাইখ ইয়াওয়ার, রাসূল ﷺ—এর জীবন থেকে এমনকিছু শিক্ষা সামনে এনেছেন, যেগুলোর প্রত্যেকটাই আমাদের বেডরুমে ফ্রেম করে সাজিয়ে রাখা উচিত। যেন প্রত্যেকদিন সকালে ঘুম থেকে উঠতেই সেগুলো আমাদের চোখে পড়ে। যেন এখন আমরা মানসিক ও ধর্মীয় দিক থেকে যে নাজুক অবস্থায় আছি, তা থেকে বের হতে পারি। এমন একটা জীবনযাপন করতে পারি, যা রাসূল ﷺ—এর পথ অনুসরণ করে চলে, তাঁর গুণগুলো অন্তরে ধারণ করার চেষ্টা করে।

শাইখ ইয়াওয়ার বেগ দেখিয়েছেন কেন রাসূল ﷺ এতটা সফল নেতা ছিলেন। তিনি সফল ছিলেন কারণ, তিনি তাঁর মিশনের ব্যাপারে শতভাগ নিশ্চিত ছিলেন। তাঁর মাঝে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। নেতৃত্বের মতো গুরুদায়িত্ব কাঁধে নিয়েছেন—এমন সব মুসলিমের মাঝেই এই গুণটি অবশ্যই থাকতে হবে। কারও জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত হলে, তার পক্ষে তখন এমন অনেক কিছুই করা সম্ভব, যা অন্যদের কাছে একেবারেই অসম্ভব মনে হয় (এমনকি তার নিজের কাছেও তা অসম্ভব মনে হয়)। এই গুণ নিজেদের মাঝে থাকলে আমাদের চোখের সামনে থেকে একটি পর্দা সরে যাবে। তখন আমরা আমাদের নিজের ভেতর লুকিয়ে থাকা অনেক প্রতিভা, অনেক সামর্থ্যকে নতুন করে আবিষ্কার করতে পারব। শুনতে হয়তো তেমন বিশাল

লেখক পরিচিতি

ইয়াওয়ার বেইগ এন্ড এসোসিয়েটস-এর প্রতিষ্ঠাতা। আন্তর্জাতিক বক্তা, লেখক, লাইফ কোচ, কর্পোরেট কনসালটেন্ট, কারিগরি বিশেষজ্ঞদের ব্যবস্থাপনা এবং নেতৃস্থানীয় ভূমিকায় উন্নয়ন বিষয়ক বিশেষজ্ঞ। তার লেখা দ্য বিজনেস অব ফ্যামিলি বিজনেস বইটি পারিবারিক ব্যবসাগুলোকে 'ব্যক্তি-নির্ভর' থেকে 'প্রক্রিয়া-নির্ভর' হয়ে উঠতে সাহায্য করে এবং স্থিতিশীল ব্যবস্থাপনা তৈরি করতে সাহায্য করে। ফলে ব্যবসাগুলো এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মের কাছে সহজেই হস্তান্তরযোগ্য হয়ে ওঠে। তার বই অ্যান এন্ট্রেপ্রেনিউরস ডায়েরি উদ্যোক্তা হিসাবে তার যাত্রার বর্ণনা দেয়। ইয়াওয়ার শূন্য থেকে শুরু হওয়া ব্যবসাগুলোকে বড় করে তোলা এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে দুরূহ ও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পরামর্শ দানে বিশেষজ্ঞ। তার সর্বশেষ লিডারশিপ ইজ এ পার্সোনাল চয়েস শীর্ষক বইটিতে তিনি তার দর্শন বর্ণনা করেছেন। তার মতে প্রতিজন ব্যক্তিরই তার নিজ জীবনের নিয়ন্ত্রণ নেওয়া উচিত এবং একজন 'অসহায় শিকারের' পরিবর্তে একজন 'কর্তাব্যক্তির' মতো জীবনযাপন করা উচিত। তিনি মনে করেন আমাদের প্রত্যেকের নিজের গন্তব্যের নিয়ন্ত্রণ নেওয়া উচিত এবং আমরা কীভাবে জীবনযাপন করব, তার জন্য অন্য কারও সিদ্ধান্তের অপেক্ষা পরিহার করা উচিত। তিনি তার ২৮ বছরের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে কথা বলেন। তিনি ৩টি মহাদেশের বিভিন্ন বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়ী এবং সরকারের সঙ্গে কাজ করেছেন। এ সময় তিনি প্রায় ২০০,০০০ পরিচালক, ব্যবস্থাপক, শিক্ষক, প্রযুক্তিবিদ এবং ধর্মীয় নেতাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। তিনি প্রাচ্যের মূল্যবোধের সঙ্গে পাশ্চাত্যের ব্যবস্থার মেলবন্ধন ঘটিয়ে সাংস্কৃতিক সীমানাগুলোকে পেরিয়ে গিয়েছেন। ইয়াওয়ারের কর্মপন্থায় সরলতা, গুণগত মানের প্রতি দায়বদ্ধতা এবং মূল্যবোধ-নির্ভর পেশাদারিত্বের প্রতিফলন ঘটে। ইয়াওয়ার পাঁচটি ভাষায় কথা বলতে পারেন। তিনি ব্লগ, প্রবন্ধ এবং বই লিখেন। তার লেখার মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে উঁচু মানের আদর্শ তৈরি বিষয়ক জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগ।